সবুজ মঞ্চ
sabuj mancha

A Platform of Organizations and People Supporting Environment
RA 449 Sector IV Salt Lake, Kolkata 700105
Contact No:9831636817
E mail : sabujmancha@gmail.com

শ্রীমতি মমতা বন্দোপাধ্যায়
মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিষয় – বীরভূম জেলার দেওচা পাঁচামির প্রস্তাবিত কয়লাখনির পরিবেশের উপর প্রভাব সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন

মাননীয়া,

আপনি নিশ্চয় জানেন বিভিন্ন পরিবেশ প্রেমী সংগঠন এবং ব্যক্তির যৌথ উদ্যোগে 'সবুজ মঞ্চ' ২০০৯ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে পরিবেশ রক্ষার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে সাধ্যমত কাজ করে আসছে। রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পরই আপনার 'জল ধরো জল ভরো' আহ্বান এবং পরিবেশ রক্ষার নানা উদ্যোগকে আমরা সমর্থন জানিয়েছি।

রাজ্যের অর্থনীতিতে উন্নয়ন এবং কর্ম সংস্থানের সম্প্রসারণ হোক, আমরা অবশ্যই চাই। আমরা চাই রাজ্যে নতুন নতুন শিল্প এবং প্রকল্প গড়ে উঠুক এবং রাজ্যবাসীর জীবন মানের উন্নতি ঘটুক। সেই সঙ্গে যে ধরনের প্রকল্প পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে, সেগুলি সম্পর্কে সতর্ক পদক্ষেপ নেবার এবং ক্ষতির পরিমান মাত্রাধিক হলে, তা না করাই যুক্তিযুক্ত মনে করি। কারণ সেই ধরনের প্রকল্পগুলি কিছু মানুষ বা গোষ্ঠীর সুবিধা করে দিলেও বা তাৎক্ষণিক কিছু কর্মসংস্থান তৈরি করলেও শেষ পর্যন্ত তা শুধু পরিবেশের ক্ষতি করে না, সাধারণ মানুষের সার্বিকভাবে আর্থিক ক্ষতি হয়, জীবন মানের ক্ষতি হয় এবং যার মূল্য নির্ধারণ করা যায় না, সেই জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। আপনিও এক সময়ে বেশ কিছু কর্মসংস্থান হবে জেনেও উপকূল অঞ্চলের জল, জমি এবং মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতির কথা ভেবে নয়াচরে কেমিক্যাল হাব প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেছিলেন।

বিভিন্ন মাধ্যমে আমরা জেনেছি, বীরভূমের মহম্মদবাজার ব্লকের দেওচা-পাঁচামি-দেওয়ানগঞ্জ-হরিণশিঙ্গা কয়লা ব্লকে ১২.৮ বর্গ কিলোমিটার (৩৪০০ একর) অঞ্চল জুড়ে এশিয়ার বৃহত্তম এবং পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম কয়লা ব্লকে খনি চালু হতে চলেছে। দেশের বিভিন্ন কয়লা খনি কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা কোল ইন্ডিয়ার সরাসরি মালিকানা এবং পরিচালনায় থাকলেও, এই বৃহত্তম কয়লা ব্লকের মালিকানা কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড (CIL) প্রথমে পাঁচটি রাজ্যের জন্য বরাদ্দ করেছিল কিন্তু বাকিদের উৎসাহ না থাকায় সম্পূর্ণ কোল ব্লকটি এখন পশ্চিমবঙ্গের জন্য বরাদ্দ হয়েছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (WBPDCL) এই কয়লাখনি পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে। জানা গেছে এখানে মাটির নীচে রয়েছে প্রায় ১২০ কোটি টন কয়লা আর তার উপরে ১৪০ কোটি টন ব্যাসাল্ট পাথর। এই এলাকায় রয়েছে সরকারি দপ্তরের জমি, খাস জমি, ব্যক্তিগত মালিকানা ও পাট্টায় দেওয়া জমি এবং বনাঞ্চল। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে যে প্রস্তাবিত খনি অঞ্চলের বেশির ভাগ জমি আদিবাসীদের। সরকারি সমীক্ষা অনুযায়ী ৩০১০ টি পরিবার এই খনি অঞ্চলে বাস করেন যার মধ্যে ১০১৩টি আদিবাসী পরিবার। আরো ১০৩৮টি পরিবারের জমি এই খনি অঞ্চলের মধ্যে আছে। বেসরকারি হিসাবে এই সংখ্যা অনেক বেশি।

এরকম কিছু কিছু তথ্য জানা গেলেও প্রস্তাবিত খনি সম্পর্কে আরো বেশ কিছু তথ্য নির্দিষ্টভাবে জানা যাচ্ছে না। এই খনিতে কয়লা কত নীচে আছে, ব্যাসাল্ট পাথরের আচ্ছাদন ভেঙ্গে কয়লা তুলতে কত সময় লাগবে, কয়লার মান কেমন

সবুজ মঞ্চ
sabuj mancha

A Platform of Organizations and People Supporting Environment
RA 449 Sector IV Salt Lake, Kolkata 700105
Contact No:9831636817
E mail : sabujmancha@gmail.com

হবে, সেগুলি কতটা কাজে বা ব্যবসায়ে লাগবে, কি প্রযুক্তি হবে, প্রযুক্তি কারা দেবে, দেশীয় প্রযুক্তি উপযুক্ত ও লাভজনক হবে কিনা, না হলে বিদেশী প্রযুক্তি পাওয়া যাবে কিনা – এসব কিছুই জানা নেই।

এই এলাকায় সরকারি হিসাবে ইতিমধ্যেই ৯-১০টি পাথর খাদান চালু আছে, ২৮৫টি স্টোন ক্রাশার ইউনিট চালু আছে। বেসরকারি হিসাবে এই সংখ্যা প্রায় চার গুণ এবং তার তিন ভাগের কোনো রেজিস্ট্রেশন নেই, বেআইনি ভাবে চলছে। আপনি নিশ্চয় জানেন পাথর খাদান ছাড়াও মহম্মদবাজার, দুবরাজপুর অঞ্চলে অনেকগুলি ইউনিট থেকে কয়লা উত্তোলন হয় যার অধিকাংশই বেআইনি। বার বার তদন্তে দেখা গেছে যে এই অঞ্চলের স্পঞ্জ আয়রন এবং ফেরো এলয় কারখানা গুলির অধিকাংশই চলে এই সব বেআইনি কয়লা ব্যবহার করে। এই অঞ্চলের মানুষ, বিশেষত: এই সব খনি, খাদান এবং ক্রাশার-এ কাজ করা কর্মীদের অনেকেই সিলিকোসিস, নিউমনোকোসিস ইত্যাদি অসুখে মৃতপ্রায়।

পরিবেশপ্রেমী হিসাবে আমাদের বিশেষ ভাবে চিন্তা, এই খনি চালু হলে পরিবেশের উপর তার কি এবং কতটা প্রভাব পড়বে, কিভাবে তার ব্যবস্থাপনা হবে, তা নিয়ে জনসমক্ষে কোথাও কোনো তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। কোনো বৃহৎ প্রকল্প, বিশেষ করে লাল ক্যাটেগরি প্রকল্প হলে প্রথমেই তার পরিবেশে প্রভাব নিয়ে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। এখানে তেমন কিছুর অস্তিত্ব আমরা জানতে পারিনি। এমনকি কোথাও সরকারি ঘোষণায়, ওয়েবসাইটে, বিবৃতিতে এই প্রকল্পের বিশদ বিবরণ এবং পরিবেশে প্রভাব নিয়ে মূল্যায়নের যে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে – এমন কোনো উল্লেখ পর্যন্ত নেই। অথচ ইতিমধ্যেই জমি অধিগ্রহণ শুরু হয়ে গেছে, ক্ষতিপূরণের রূপরেখা বেসরকারি ভাবে ঘোষিত হয়েছে, চাকরির ফর্ম বিলি হচ্ছে, সরকারিভাবে তাই নিয়ে প্রকল্পের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের বোঝানোর জন্য কমিটি তৈরি হয়েছে, কমিটির কাজ শুরু হয়ে গেছে।

মূলত পরিবেশ বিষয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে, এই প্রকল্প সম্পর্কে আমরা তাই কয়েকটি প্রশ্ন তুলে ধরতে চাই –

- এই প্রকল্পের জন্য বিশদ প্রোজেক্ট রিপোর্ট (Detailed Project Report - DPR) তৈরি হয়েছে কি ? যদি এই রিপোর্ট তৈরি হয়ে থাকে, কিভাবে তা জনসমক্ষে পাওয়া যাবে? যদি না হয়ে থাকে, কবে এই রিপোর্ট তৈরি হবে?
- যদি বিশদ প্রোজেক্ট রিপোর্ট না হয়ে থাকে, প্রোজেক্টের মৌলিক কাজগুলি শুরু করা হচ্ছে কিভাবে?
- পরিবেশের উপর এই প্রকল্পের কি প্রভাব পড়বে , তার মূল্যায়ন (Environmental Impact Assessment – EIA) যা এইধরনের বৃহৎ প্রকল্পের পক্ষে বাধ্যতামূলক , তা করা হয়েছে কি? যদি হয়ে থাকে, কিভাবে তা জনসমক্ষে পাওয়া যাবে?
- যদি এখনো না হয়ে থাকে , কবে তা তৈরি হবে ? কোনো সংস্থাকে কি এই মূল্যায়ন করার জন্য নিয়োগ করা হয়েছে? হলে কোন্ সংস্থাকে নিয়োগ করা হয়েছে? যদি এখনও না হয়ে থাকে , প্রকৃত দক্ষ এবং নিরপেক্ষ সংস্থাকে নিয়োগ করার জন্য কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে?
- পরিবেশ ছাড়পত্র পাবার জন্য দ্রুত পরিবেশ মূল্যায়ণ (Rapid Assessment) – এর পরিবর্তে রাজ্যবাসীর স্বার্থে বিশদ মূল্যায়ণের ব্যবস্থা হবে তো?
- এই ধরনের প্রকল্পের জন্য বিশদ পরিকল্পনা জনসমক্ষে এনে , স্থানীয় মানুষের মতামত জানার জন্য কোনো জনশুনানীর (Public Hearing) আয়োজন করা হয়েছে কি?

সবুজ মঞ্চ
sabuj mancha

A Platform of Organizations and People Supporting Environment
RA 449 Sector IV Salt Lake, Kolkata 700105
Contact No:9831636817
E mail : sabujmancha@gmail.com

এই সব জানা গেলে আমাদের অনেক প্রশ্নের উত্তরই হয়তো জানা হয়ে যেত। পাওয়া যায়নি বলেই আমরা জানতে চাই -

- এই প্রকল্প চালু করতে হলে, কত পরিমান বনাঞ্চল ধ্বংস করতে হবে? কতগুলি গাছ কাটা হবে? কিভাবে এই বনাঞ্চলের ক্ষতিপূরণ হবে? কতগুলি গাছ কোথায় বসানো হবে?
- এই প্রকল্প কত পরিমান জমির চরিত্র পরিবর্তন করবে? কিভাবে এই পরিবর্তনের ভারসাম্য রক্ষা করা হবে?
- এই এলাকায় ভূগর্ভের এবং ভূপৃষ্ঠের জলসম্পদের পরিমান কত? কয়লা খনি চালু হলে তার কত পরিমান খনির জন্য ব্যবহার করা হবে? খরা প্রবণ এই এলাকায় এই জলসম্পদের ব্যবহারের পরিপূরণ কিভাবে হবে?
- খনি চালু হলে, এই এলাকার এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের নদী গুলির নাব্যতার এবং প্রাকৃতিক জলাশয়গুলির জলের উৎসগুলির উপর কি প্রভাব ফেলবে?
- কি পদ্ধতিতে অথবা কোন কোন পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন হবে? এই পদ্ধতির বা পদ্ধতিগুলির সুবিধা এবং অসুবিধাগুলি কি? কিভাবে তা এই এলাকার পরিবেশের পক্ষে উপযুক্ত হবে? পদ্ধতির কারণে পরিবেশ দূষণ হলে কিভাবে তার ব্যবস্থাপনা হবে?
- প্রাসঙ্গিক সমস্ত সংবাদে প্রকাশ যে ভূতাত্ত্বিক প্রতিবন্ধকতার (geological challenges) জন্যই কোল ইন্ডিয়া এবং যাদের জন্য বরাদ্দ হয়েছিল সেই রাজ্যগুলি এই খনির ভাগ নিতে রাজী হয় নি। আমাদের রাজ্য বা WBPDCL কোন পদ্ধতিতে এই প্রতিবন্ধকতার মোকাবিলা করবে?
- যে বিপুল পরিমান ব্যাসাল্ট পাথরের আচ্ছাদন কয়লার উপরে রয়েছে, কয়লা পেতে হলে আগে তা তুলতে হবে। যে বিপুল পরিমান বিস্ফোরক ব্যবহার করা হবে, তার কি প্রভাব তৈরি হবে? পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি, ঘরবাড়ি কিভাবে এবং কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে? কিভাবে সেই ক্ষতির ব্যবস্থাপনা করা হবে?
- একটি অসমর্থিত খবরে জানা গেছে সরকারি ভাবে স্বীকৃত ২৮৫ টি ক্রাশার ইউনিটকে ব্যাসল্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে বিনা মূল্যে জায়গা দিয়ে স্থানান্তর করা অর্থাৎ কয়লা খনি চালু হবার পরেও এই দূষণ সৃষ্টিকারী ক্রাশার গুলি শুধু চালু থাকবে না, এমন ধরনের সরকারি ক্ষতিপূরণ পাবে, যে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হলে, বিপুল পরিমানে অতিরিক্ত পাথর ভাঙ্গতে হবে এবং পরিবহন করতে হবে। এর ফলে যে অতিরিক্ত পরিবেশ দূষণ ঘটবে, তার কি ব্যবস্থাপনা করা হবে?
- ইতিমধ্যেই এই অঞ্চলের পাথর খাদান গুলির জন্য চাষের জমি, জলাশয়, বাড়ি ঘর ধুলিকণার আচ্ছাদনে ভরে থাকে। ব্যাসাল্ট পাথর আচ্ছাদন ভাঙ্গা শুরু হলে এবং কয়লার উত্তোলন শুরু হলে, যে বিপুল পরিমান ধুলিকণা বাতাসে মিশবে তার পরিমান কত হবে? সেই ধুলিকণার চরিত্র কেমন হবে? কি কি ধরনের দূষণ সৃষ্টিকারী উপাদান থাকবে? কিভাবে এই ধূলিকণার ব্যবস্থাপনা করা হবে?
- যে বিপুল পরিমান সাধারণ এবং বিপজ্জনক আবর্জনা তৈরি হবে, তার ব্যবস্থাপনা কিভাবে করা হবে? আবর্জনা ফেলার জায়গা, পুনর্ব্যবহার এবং প্রক্রিয়াকরণের কোনো পদ্ধতি নির্দিষ্ট হয়েছে কি?
- এই খনি চালু হলে, এই বিস্তীর্ণ এলাকার জীববৈচিত্রের উপর কি প্রভাব পড়বে? পশু, পাখি, মাছ এবং অন্যান্য জলজ প্রাণীর কতটা ক্ষতি হবে, কিভাবে তা পূরণ করা হবে?
- এই খনি চালু হলে পরিবেশের উপর যে বিপুল পরিমান প্রভাব পড়বে, তার জন্য সাধারণ মানুষের এবং বিশেষ ভাবে বয়স্ক মানুষ এবং শিশুদের স্বাস্থ্যর উপরে তা কি প্রভাব ফেলবে তার কোনো মূল্যায়ন করা হয়েছে কি? জনস্বাস্থ্যর ক্ষতির কোনো ব্যবস্থাপনা করার জন্য কোনো পরিকল্পনা তৈরি হয়েছে কি?
- প্রকল্পের জন্য যে ব্যপক উচ্ছেদ হবে, তার যে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রভাব তৈরি হবে তার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে?

A Platform of Organizations and People Supporting Environment
RA 449 Sector IV Salt Lake, Kolkata 700105
Contact No:9831636817
E mail : sabujmancha@gmail.com

আর একটি বিষয় আমাদের উদ্বেগ বাড়িয়ে তুলছে। প্রশ্নটি এখানে শেষে করলেও, তার গুরুত্ব কোনো অংশে কম নয়। বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং জলবায়ু পরবর্তনের প্রেক্ষাপটে সারা পৃথিবীতে আজ জীবাশ্ম জ্বালানী র ব্যবহার ক্রমশ: কমানোর কথা হচ্ছে, প্রতিটি দেশ তাদের কার্বন নি:সরণ কমানোর লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করছে, প্রতিটি সরকার কিভাবে এই জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলা করা যায়, তার দীর্ঘ এবং স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা তৈরি করছে। সম্প্রতি গ্লাসগোর কনফারেন্স অব পার্টিজ-এর ২৬ তম সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশগুলি জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহার কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে, একটি জীবাশ্ম জ্বালানীর প্রকল্পে, এভাবে এত বিনিয়োগ করে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম কয়লাখনি চালু করলে রাজ্যর ভাবমূর্তি এবং সম্মান রক্ষা করা যাবে কি? তাছাড়া এই প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক মানের উপযুক্ত বিনিয়োগ এবং উন্নত প্রযুক্তি পাওয়া যাবে কি?

এর সঙ্গে প্রাসঙ্গিক আর একটি প্রশ্ন হল, পশ্চিমবঙ্গে পুনর্নবীকরণযোগ্য বিদ্যুৎ শক্তির প্রকল্প তৈরি এবং বাড়ানোর জন্য রাজ্যর পরিকল্পনা কি? এক সময়ে পুনর্নবীকরণযোগ্য বিদ্যুৎ শক্তির উৎপাদনে ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গর যে অগ্রণি স্থান ছিল তা এখন পিছিয়ে পড়েছে। আপনার কি মনে হয় না, কয়লাখনির প্রকল্পে বিপুল পরিমান বিনিয়োগের পরিবর্তে পুনর্নবীকরণযোগ্য বিদ্যুৎ প্রকল্পে বিনিয়োগ বাড়াতে পারলে, পরিকল্পনা করে লক্ষ্য মাত্রা স্থির করতে পারলে, তা রাজ্যবাসীর পক্ষে অনেক ভাল হত, বিশ্ব উষ্ণায়ন রোধে সাহায্য করত এবং রাজ্যর ভাবমুর্তি অনেক উজ্জ্বল হত?

আমরা প্রশ্নগুলির উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম।

শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন সহ,

নব দত্ত
সাধারণ সম্পাদক, সবুজ মঞ্চ